মৌমাছি পালন

ড. মালবিকা দেবনাথ ও সাইদুল ইসলাম

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
গয়েশপুর, নদীয়া–৭৪১২৩৪

কর্মসংস্থানের পন্থা হিসেবে মৌমাছি পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মৌমাছি পালনের ফলে আমরা মধু, মোম, প্রপোলিশ, রয়েল জেলী, মৌমাছির বিষ প্রভৃতি উৎপাদন করতে পারি এবং বাণিজ্যিকভাবে বিপণন করতে পারি। এছাড়াও মৌমাছি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের বাক্স এবং অন্যান্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি করতে প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন। অপরদিকে পরাগ সংযোগের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রেও মৌমাছির ভূমিকা অপরিসীম।

সাধারণত ইটালিয়ান মৌমাছি কাঠের বাক্সের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিপালন করা হয়।

ইউরোপিয়ান মৌমাছির বাক্স:

যে ধরনের বাক্সে ইউরোপিয়ান মৌমাছি পালন করা হয় । এই বাক্সে একটি বা একাধিক প্রকোষ্ঠ থাকতে পারে । নিচের প্রকোষ্ঠটিকে বলা হয় ব্রুড চেম্বার। তার ওপরে যতগুলি প্রকোষ্ঠ থাকে (একটি বা দুটি)

সেগুলিকে বলা হয় সুপার চেম্বার। ব্রুড চেম্বারের নিচে কাঠের শক্ত পাটাতন থাকে কিন্তু ওপরে কোন ঢাকনা থাকে না। আর সুপার চেম্বার গুলিতে ওপরে এবং নিচে কোন পাটাতন থাকে না, এগুলিকে ব্রুড চেম্বারের ওপর উলম্বভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিটি চেম্বারের ভেতরে ৯ থেকে ১০ ফ্রেম উল্লম্বভাবে বসানো থাকে।প্রতিটি ফ্রেম আলগা ভাবে বসানো থাকে যাতে প্রয়োজন মতো সেগুলিকে যেকোনো দিকে সরানো যায় । ব্রুড চেম্বার এর একদম নিচের দিকে একটি ছোট্ট জানালা থাকে যার মধ্যে দিয়ে মৌমাছি যাতায়াত করতে পারে।

মৌমাছির বাক্স প্রথমে বস্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তার উপরে একটি কালো পলিথিনের ঢাকনা দেওয়া হয়, তার উপরে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো নেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।একদম উপরে একটি শক্ত কাঠের ঢাকনা দেওয়া হয়, একে হেড বলা হয়। হেডের উপরের দিকে অনেক সময় টিনের পাত লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে বৃষ্টি বা রোদে এই ঢাকনাটি নষ্ট না হয়ে যায়।

মৌমাছির বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ:

মৌমাছির কলোনিতে বিভিন্ন রকমের প্রকোষ্ঠ থাকে। স্ত্রী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি এবং কর্মী মৌমাছি আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে জন্ম লাভ করে।

স্ত্রী মৌমাছির প্রকোষ্ঠ সবচেয়ে বড় হয়। সাধারণত একসঙ্গে একটি বা দুটি স্ত্রী মৌমাছির প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়। স্ত্রী মৌমাছির প্রকোষ্ঠ সাধারণত ফ্রেমের নিচের দিকে হয়। এই প্রকোষ্ঠের মুখ নিচের দিকে থাকে।

পুরুষ মৌমাছির প্রকোষ্ঠ সাধারণত ফ্রেমের একটু নিচের দিকে হয় এবং এই প্রকোষ্ঠের ঢাকনা একটু উঁচু হয়ে ফুলে থাকেএই প্রকোষ্ঠের মুখ সামনের দিকে থাকে।

কর্মী মৌমাছির প্রকোষ্ঠ সারা ফ্রেম জুড়েই থাকে এবং এই প্রকোষ্ঠের মুখ সামনের দিকে থাকে। কর্মী মৌমাছির প্রকোষ্ঠের মুখের ঢাকনা সমতল থাকে।

এছাড়াও কিছু প্রকোষ্ঠে মৌমাছিরা মধু, পরাগরেনু, বি ব্রেড প্রভৃতি জমিয়ে রাখে। এই প্রকষ্ট গুলি সাধারণত ফ্রেমের উপরের দিকে হয়।

কর্মী মৌমাছি ফুলের মধ্যে থেকে মৌরস সংগ্রহ করে এনে মধু প্রকোষ্ঠ গুলিতে সঞ্চিত করে এবং মধু প্রকোষ্ঠ গুলি ভরে গেলে তা মোম দিয়ে ঢেকে দেয়। মধুর ঋতুতে মধু প্রকোষ্ঠ গুলি ভরে গেলে মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করা হয়।

এই সময় মৌমাছির প্রজনন বেড়ে যায় ফলে বাক্সের মধ্যে মৌমাছির সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যায় মধু ঋতুর পরেই বাক্স মৌমাছিতে ভরে গেলে বাক্সের বিভাজন করার প্রয়োজন পরে।

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও

ডঃ মলয় কুমার সামন্ত

ভারপ্রাপ্ত অধিকারী কর্তৃক প্রচারিত

যোগাযোগ: নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

nadiakvk@gmail.com

www.nadiakvk.in

www.facebook.com/nadiakvk

www.x.com/nadiakvk

www.youtube.com/@nadiakvk

Designed By: Jharnendu Hembram

মৌমাছির কলোনির বিভাজন পদ্ধতি

কোন বাক্সে মৌমাছির সংখ্যা অধিক হয়ে গেলে অর্থাৎ বাক্সের সমস্ত ফ্রেম ভরে গেলে আমাদের মৌমাছির কলোনির বিভাজন করার দরকার। তার কারণ বিভাজন না করলে এই বাক্সে মৌমাছির সংখ্যা আর বাড়তে পারবে না ।সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে আমাদের মৌমাক্সের বিভাজন করতে হবে।

সাধারণত একটি মৌ বাক্সে ৯টি ফ্রেম ভর্তি হয়ে গেলে তার থেকে ৪টি বা ৫ টি ফ্রেম নতুন নিউক্লিয়ার বাক্সে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথমে নিউক্লিয়ার বাক্সটি ভালো করে আগুনের তাপে সেঁকে নেওয়া হয়। যাতে তার ভেতরে কোন রোগ জীবাণু বেঁচে থাকতে না পারে। তারপর সেই নিউক্লিয়ার বাক্সটিতে হালকা করে সালফারের গুরো ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ভালোভাবে হাত দিয়ে সারা বাক্সের ভেতরের দিকে মাখিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ভর্তি বাক্স থেকে ৪টি বা ৫ টি ফ্রেম নতুন নিউক্লিয়ার বাক্সে স্থানান্তরিত করা হয়।

এরপর ভর্তি বাক্স থেকে ৪টি বা ৫ টি ফ্রেম নতুন নিউক্লিয়ার বাক্সে স্থানান্তরিত করা হয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে , পুরনো রানী যেন পুরনো বাক্সেই থেকে যায় নতুন বাক্সে না চলে আসে। নতুন বাক্সে যে ফ্রেম স্থানান্তরিত করা হবে সেগুলিতে যেন যথেষ্ট পরিমাণে ডিম ,সিল ব্রুড, মধু , পরাগরেনু এবং নার্স বি থাকে।

ভাগ হয়ে যাওয়ার পর নতুন নিউক্লিয়ার বাক্সটি ২কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে দুটো বাক্সকে প্রথম বাক্সটি যে অবস্থানে ছিল তার থেকে কিছুটা পেছনের দিকে সরিয়ে পাশাপাশি একটু দূরে রেখে দিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে দুটো বাক্সতে সমান ভাবে মৌমাছি যাতায়াত করছে কিনা।কিছুদিন পরে নতুন বাক্সে নতুন রানী তৈরি হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের ফলে প্রভূত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।